দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 JUL 1987
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

022

শিক্ষাঙ্গন

বরিশাল মহিলা কলেজের সমস্যা

দক্ষিণাঞ্চলের নারী শিক্ষার প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ বরিশাল সরকারী মহিলা মহাবিদ্যালয় আজ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত। কলেজটির সমস্যাগুলোর মধ্যে আবাসিক সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এ কলেজে বর্তমানে প্রায় দু'হাজার অধ্যয়নরত ছাত্রীর জন্য মাত্র ১৫০ শয্যা বিশিষ্ট একটি ছাত্রী নিবাস রয়েছে। অথচ কলেজের এক হাজারেরও অধিক ছাত্রী বরিশাল শহরের বাইরে বিভিন্ন স্থান থেকে আসে। উল্লেখ্য যে, বরিশালের আর কোন কলেজেই ছাত্রী নিবাস নেই। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই এ ছাত্রীবাসে ছাত্রীদের মাথা গুঁজার মাই করে নিতে হচ্ছে।

কলেজের সংস্কারবিহীন 'রওশনজাহান' নামক ছাত্রীবাসটি যে কোন মুহূর্তে ধসে পড়ে গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ ভবনের ছাদে ও দেয়ালে মারাত্মক ফাটল ধরেছে এবং প্রায়শঃ প্লাষ্টার খসে পড়ে। ছাদ চুইয়ে বর্ষার পানি পড়ে মেঝে ভিজে যায়। বর্তমানে ছাত্রীদের দুরবস্থা চরমে পৌঁছেছে। ছাত্রী নিবাসটিতে বর্তমানে ২৫০ জন ছাত্রী রয়েছে। তারা ডাবলিং ও ফ্লোরে অতি কষ্টে অবস্থান করছে। এছাড়া অনেক ছাত্রী কলেজ শিক্ষক মিলনায়তনের নীচে স্বল্পায়তনের এক কক্ষে আশ্রয় নিয়েছে। কর্তৃপক্ষ ছাত্রী নিবাসে ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা প্রদানেও ব্যর্থ হয়েছেন।

এমনকি খাট চেয়ার টেবিলের বরাদ্দ দেই। ছাত্রীদের নিজেরাই তা সংগ্রহ করতে হয়। আজ পর্যন্ত ছাত্রী নিবাসের নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়নি। কলেজের শিক্ষক ও কর্মচারীদের আবাসকি ভবন নেই। বর্তমানে কলেজের শিক্ষক সংকটের কারণে পড়াশুনা দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী ছাত্রী সংখ্যার অনুপাতে শিক্ষক নিয়োগ নেই। প্রদর্শন শিক্ষকসহ মোট ৬৫ জন শিক্ষকের অনুমোদন থাকা সত্ত্বেও কলেজ দীর্ঘদিন যাবত অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ পদসহ ২৩টি পদ শূন্য রয়েছে।

কলেজের শ্রেণীকক্ষের সমস্যাও প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রয়োজনের তুলনায় কমসংখ্যক কক্ষে ক্লাস নেয়া হচ্ছে। এছাড়া শ্রেণীকক্ষগুলো প্রয়োজনীয় সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। কলেজের কোন অডিটরিয়াম নেই। স্বল্প পরিসরের কমন রুমে স্থান সংকুলান হয় না। কলেজের সংযোগ সড়কগুলো এখনো কাঁচা। বর্ষায় ছাত্রী-শিক্ষকদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। কলেজের আসবাবপত্র সমস্যা প্রকট। বিজ্ঞানাগারে অপ্রতুল যন্ত্রপাতি দ্বারা ছাত্রীদের কাজ করতে হয়। কলেজ লাইবেরীতে প্রয়োজনীয় বইয়ের তীব্র অভাব। এসব সমস্যার সমাধানকল্পে কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন।

—মিজানুর রহমান